আয়ুর্বেদশাস্ত্র

* **আয়ুর্বেদের উল্লেখযোগ্য আচার্য এবং তাদের গ্রন্থাবলী :-**

আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –
i) ধন্বন্তরি রচিত চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান
ii) দিবোদাস রচিত চিকিৎসা দর্শন
iii) নকুল রচিত বৈদ্যকসর্বস্ব
iv) কাশীরাজের চিকিৎসাকৌমুদী ও প্রভৃতি
v) এই গ্রন্থগুলি বর্তমানে লুপ্ত।

পরবর্তীকালে যে দুটি গ্রন্থে প্রাচীন আচার্যদের মতামত সংকলিত হয়েছিল, সেগুলি হল –
i) চরকসংহিতা (আনুমানিক প্রথম খ্রীষ্টাব্দ)
ii) সুশ্রুত সংহিতা (আনুমানিক ৫ম – ৬ষ্ঠ খ্রী:)

* **চরকসংহিতা :-** আচার্য চরক এই গ্রন্থের সংকলয়িতা। কায়চিকিৎসার প্রবীণ আচার্য আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ রচিত সংহিতার বিশুদ্ধ সংস্করণ এই চরক সংহিতা। পরবর্তীকালে দৃঢ়বল চরক মূল সংহিতার আরও সংস্কার সাধন করেন। এটি বর্তমানে প্রচলিত চরকসংহিতা।

* **চরকসংহিতার আটটি অংশের বিবরণ**

i) **সূত্রস্থান :-** এই অংশে খনিজ, উদ্ভিজ ও প্রাণীজ এই তিন প্রকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ, বিভিন্ন রোগে তাদের প্রয়োগ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

ii) <u>নিদানস্থান</u> :- এই অংশে বিভিন্ন রোগের কারণ, সংক্রমণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

iii) <u>বিমানস্থান</u> :- এখানে মূলত মানবদেহ এবং মনস্তত্ত্বের আলোচনা আছে।

iv) <u>শারীরস্থান</u> :- এখানে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ আছে।

v) <u>ইন্দ্রিয়স্থান</u> :- এই অংশে দেহ ও মনের লক্ষণ বিচার করে বৈশিষ্ট্যের রোগ ~~নিরাময়ের~~ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

vi) <u>চিকিৎসা স্থান</u> :- এখানে রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রস্তুতি, ভৈষজ্য ও বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

vii) <u>কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান</u> :- এখানে চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়েছে।

বর্তমানে যে আকারে 'চরকসংহিতা' গ্রন্থটি পাওয়া যায় তার প্রকৃত রচয়িতা হলেন মহর্ষি আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য অগ্নিবেশ। অথর্ববেদের পর থেকে উপনিষদ যুগের শেষ পর্যন্ত 'অগ্নিবেশতন্ত্র'-ই আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান গ্রন্থ ছিল। কালের করাল গ্রাসে এবং দীর্ঘকাল উপযুক্ত চর্চার অভাবে অগ্নিবেশ সংহিতার বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। পুনরায় আয়ুর্বেদচর্চার অভাবে সমাজে অকাল মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির প্রকোপ দেখে অহিপতি ভগবান শেষনাগ চরকরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে লুপ্তপ্রায় অগ্নিবেশতন্ত্রের সংস্কার সাধন করেন।

চরকের নামানুসারে এই গ্রন্থ 'চরকসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ।

আত্রেয়-অগ্নিবেশ চরক কর্তৃক প্রবর্তিত কায়-চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরক সঙ্কলিত 'চরকসংহিতা' প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ ও আরোগ্যবিষয়ক সমৃদ্ধ অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থের বহু টীকা ও টিপ্পনী রচিত :

(ক) ভট্টারহরিচন্দ্র কৃত চরকটীকা (খ্রী: ৬ষ্ঠ শতক)

(খ) আষাঢ়বর্মা কৃত চরকটীকা পরিহারবার্তিকা (খ্রী: নবম শতক)

(গ) জেজ্জট কৃত নিরুত্তর-পদব্যাখ্যা (খ্রী. ১০ম শতক)

(ঘ) চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকা (খ্রী. ১১ শ শতক)

(ঙ) কার্তিক, গয়দত্ত, তীসট ও চন্দ্রট কৃত পৃথক পৃথক টীকা (১০ম – ১৬ শ শতক)

(চ) বাংলার প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য শিবদাস সেন কৃত চরকতত্ত্বদীপিকা (খ্রী. ১৬ শ শতক)

(ছ) বাংলার টীকাকার গঙ্গাধর রায় কৃত জল্পকল্প-তরু (১৮ শ শতক)

(জ) বাংলার টীকাকার যোগীন্দ্রনাথ সেন কৃত চরকোপস্কার (২০ শ শতক)

(ঝ) বাংলার টীকাকার দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কৃত টীকাটি সম্পূর্ণ আধুনিক।

চরকসংহিতার আটটি ভাগের আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ আছে। মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ১২০টি। আয়ুর্বেদের লক্ষণ ও প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক দোষসমূহের বিবরণ, চিকিৎসায় বৈদ্যের লক্ষণ, শারীরিক ~~ও মানসিক~~ স্বাভাবিক ক্রিয়া-দমনে বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তির বিবরণ সবিস্তারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নিদান স্থানে রয়েছে ব্যাধির ভেদ, পর্যায় ও বিভিন্ন ব্যাধির লক্ষণ। কটু, অম্লাদি রসের কার্যকারিতা, বিভিন্ন

রোগের মূলে তাদের ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে বিমান স্থানে। শারীরস্থানটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল — বীজভেদে পুরুষের ভেদ, শরীরের গঠনানুসারে রোগের ভেদ নির্ণয়। ইন্দ্রিয় স্থানে আছে ব্যাধির উদ্ভবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভূমিকার বিশদ আলোচনা।

চরকসংহিতার সর্বাপেক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চিকিৎসাস্থান নামক অংশটি। এই স্থানে বিভিন্ন রোগের কারণ, ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচিত হয়েছে। বহুরকম দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতির উপায় এখানে আলোচিত আছে। কল্পস্থানে রয়েছে দ্রব্যগুণ বিচার ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুতের বিবরণ। বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের উপায়, ঔষধের সেব্যাসেব্য বিচার প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে সিদ্ধি নামক স্থানে।

রোগ থেকে মুক্তির জন্য অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির সবই চরকসংহিতায় আলোচিত আছে। এই গ্রন্থটিকে হিমালয়ের মত বিশাল ও মহাসমুদ্রের মত দুরধিগম্য। সেই কারণে এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রীয় গ্রন্থটি সর্ববিধ জ্ঞানের ভান্ডারই বলা যায়। এই গ্রন্থটি শুধুমাত্র চিকিৎসাগ্রন্থ হিসেবে নয়, মানুষের সার্বিক মানসিক উন্নতির জন্য যা কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন তা সমস্ত কিছুই এই চরকসংহিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

চরকসংহিতায় মানুষের ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির আলোচনায় বলা হয়েছে, মানুষের সকল প্রকার ব্যাধির মূলে আছে বায়ু, পিত্ত ও কফের অভাব- — "বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।"

আচার্য চরক মানুষের সকল প্রকার ব্যাধিকে

Scanned by CamScanner

তেলটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। —

(i) আগ্নেয়

(ii) সৌম্য

(iii) বায়বীয়

চরকসংহিতা যে একসময়ে বহুল পরিমাণে সমাদৃত ছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের উপর রচিত অসংখ্য টীকা রচনা দেখে অনুমান করা হয়। এই টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — চক্রপাণিদত্ত, শিবদাস, গঙ্গাধর, ঈশ্বরসেন, শ্রীকণ্ঠ, ঈশানদেব, জিনদাস, ব্রহ্মদেব, ইন্দুকর প্রভৃতি।

পরবর্তীকালে সমস্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে চরকের বচন প্রামাণ্য সিদ্ধান্তরূপে উদ্ধৃত। খ্রী. ৭ম — ৮ম শতকে আরবী ও ফারসী ভাষায় চরকসংহিতার অনুবাদ হয়। আরবী চিকিৎসা গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদে চরকের নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। মহামতি চরক চিকিৎসকদের অনুসরণীয় যে সমস্ত নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড নির্মাণ করেছেন তা সর্বদেশে ও সর্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনীয়।

Scanned by CamScanner